Islamic Online Madrasha (IOM)
Batch:201 Sub:AQD101

মডিউল-৯: **আরকানুল ঈমান পর্ব**

রিসালাত-১: পূর্ববর্তী নবী-রাসূল প্রসঙ্গ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

"ঈমান বির রুসুল" এর অর্থ:

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তায়ালা যুগে-যুগে মানব জাতির সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অসংখ্য মানুষকে মনোনীত করে তাঁদেরকে তাঁর বাণী দান করেন এবং মানুষদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বানের দায়িত্ব তাঁদেরকে দান করেন। এরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী ও কল্যাণময় মানুষ ছিলেন। এরা সবাই তাঁদের দায়িত্ব যথাযত পালন করেন। এদের অধিকাংশের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা। শুধু যাদের নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদেরকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নবী বা রাসূলরূপে বিশ্বাস করি। অন্য কাউকে আমরা নিশ্চিতরূপে আল্লাহর রাসূল বলে মনে করতে পারিনা, যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল যুগে সকল দেশে আল্লাহর তায়ালা নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন - وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী না গেছেন। সুরা ফাতির, আয়াত ২৪

আরো বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক-এক জন রসূল পাঠিয়েছি এই বলে -- "আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। সুতরাং তাদের মধ্যে কতকজন আছে, যাদের আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, আর তাদের মধ্যের কতক আছে যাদের উপরে পথভ্রান্তিই সমীচীন হয়েছে৷ সেজন্যে পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ কর এবং দেখে নাও কেমন হয়েছিল প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম৷

সূরা নাহল, আয়াত ৩৬

আমরা এদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করি এবং তাঁর শরীয়ত মত জীবন পরিচালনা করি। তার দ্বারা নবুওয়াতের

ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব তাঁর পরে নতুন কোনো নবী-রাসূল আসবেনা। তার পরে যদি কেউ নবুওয়াত দাবি করে বা অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

নবুওয়াত দান করা সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তাআলা যাকে মনোনীত করেন, তাকেই নবুওয়াত দান করেন। এখানে কোন ব্যক্তির ইচ্ছার দখল নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ

আল্লাহ্ ফিরিশতাদের মধ্যে থেকে বাণীবাহকদের মনোনীত করেন, এবং মানুষের মধ্যে থেকেও। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৫

#নবী ও রাসুলের সংজ্ঞা ও পার্থক্য:

নবী ও রাসূলের সংজ্ঞা ও পার্থক্য সম্পর্কে প্রখ্যাত ফকীহ মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

الرسول من امر بالتبليغ والنبي من اوحي اليه أعم من ان يؤمر بالتبليغ ام لا. قال القاضي عياض والصحيح الذي عليه الجمهور ان كل رسول نبي من غير عكس

অর্থাৎ "যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি রাসূল আর যাকে ওহী দেওয়া হয়েছে তিনি নবী তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হোক বা না হোক। কাজী রিয়াজ বলেন, অধিকাংশ আলেম একমত যে, সকল রাসুলই নবী তবে সকল নবী রাসূল নন।"

মোটকথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষকেই নবী বলা হয়। যদি কোন ওহীপ্রাপ্ত মানুষকে আল্লাহ তাআলা নতুন বিধান দান করেন ও তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তবে তাকে রাসূল বলা হয় আর যদি তাকে শুধু ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী দান করা হয়; নতুন কোন বিধান বা শরীয়ত প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া না হয়, তবে তিনি রাসূল নন, কেবল নবী বলে আখ্যায়িত হন।

##নবী রাসুলের সংখ্যাঃ-

নবী রাসুলের সংখ্যা নিয়ে কোরআনে কারীমে অথবা হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَۗ

আর নিশ্চয়ই আমি তোমার আগে রসূলগণকে পাঠিয়ে দিয়েছি, তাঁদের মধ্যের কারো কারো সন্বন্ধে তোমার কাছে আমি বিবৃত করেছি, আর তাদের মধ্যের অন্যদের সন্বন্ধে আমি তোমার কাছে বিবৃত করি নি। সূরা মুমিন, আয়াত-৭৮

যদিও মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবী ইয়ালা ও সহীহ ইবনে হিব্বান ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে নবীদের সংখ্যা বিষয়ক কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তথাপি উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করব যে নবীদের সঠিক সংখ্যা অনেক, যা আমাদের জানা নেই।

কুরআনে কারীমে ২৫ জন নবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা হলেনঃ- ১.আদম আলাইহিস সালাম ২.ইদ্রিস আলাইহিস সালাম ৩.নূহ আলাইহিস সালাম ৪.হুদ আলাইহিস সালাম ৫.সালিহ আলাইহিস সালাম ৬.ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ৭.লূত আলাইহিস সালাম ৮.ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ৯.ইসহাক আলাইহিস সালাম ১০.ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ১১.ইউসুফ আলাইহিস সালাম ১২.আইয়ুব আলাইহিস সালাম ১৩.শুয়াইব আলাইহিস সালাম ১৪.মূসা আলাইহিস সালাম ১৫.হারুন আলাইহিস সালাম ১৬.ইউনুস আলাইহিস সালাম ১৭.দাউদ আলাইহিস সালাম ১৮.সুলাইমান আলাইহিস সালাম ১৯. ইলিয়াস আলাইহিস সালাম ২০. ইলইয়াসা আলাইহিস সালাম ২১. যুলকিফল আলাইহিস সালাম ২২.যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ২৩.ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ২৪.ঈসা আলাইহিস সালাম ২৫.মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

উযায়ের কে ইহুদিগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّهِۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡۖ

আর ইহুদীরা বলে -- "উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র'', আর খ্রীষ্টানরা বলে -- "মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।'' এসব হচ্ছে তাদের মুখ দিয়ে তাদের বুলি আওড়ানো।

সূরা তাওবা, আয়াত ৩০

কিন্তু কুরআনে কারীমে উযায়ের এর নবুওয়াতের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে মূসা আলাইহিস সালাম এর খাদেম হিসেবে ইউশা ইবনে নুন এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে আদম আলাইহিস সালাম এর পুত্র "শীস" এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সকল নবীগণের নবুওয়াত ছিল নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট জায়গার সাথে সম্পৃক্ত। এইজন্য দেখা যায়, মূসা আলাইহিস সালাম এবং শুয়াইব আলাইহিস সালাম একই সময়ে পাশাপাশি দুই এলাকার নবী ছিলেন। এমনিভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং লূত আলাইহিস সালাম একই সময়ে পাশাপাশি দুই এলাকার নবী ছিলেন। এমনকি একই পরিবারের একাধিক নবী ছিলেন। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর দুই সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম। ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লাম ও তার ছেলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম। দাঊদ আলাইহিস সাল্লাম তার ছেলে সুলাইমান আলাইহিস সাল্লাম।

##নবী-রাসূলের মু'জিযা:

আরবী মুজিযা শব্দটির আভিধানিক অর্থ পরাভূতকারী। পারিভাষিক অর্থে মুজিযা বলা হয় নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সময় নবুওয়াত প্রাপ্ত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সংগঠিত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এমন অলৌকিক কাজ, দলীল ও সুস্পষ্ট যুক্তি যার, মুকাবিলা করতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় অক্ষম। নবী-রাসূলগণের নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণ এবং তাঁদের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন। তবে এই মুজিযা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো নবী-রাসূলেরই নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার দখল নেই। মুজিযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রনাধীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِأٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ

আর কোনো রসূলেরই এই ক্ষমতা নেই যে, তিনি আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবেন।

নিম্নে নবী-রাসূলগণের কিছু মুজিযার কথা উল্লেখ করা হলো:-

**মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা এবং অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে অত্যন্ত প্রকাশ্য মু'জিযার সংখ্যা দশ হাজারের অধিক। বিশেষ কয়েকটি মু'জিযা হলো:-

১. কুরআনুল করীম : রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল-কুরআনুল করীম। ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকেই এরূপ মু'জিযা দান করা হয়নি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মু'জিযার বহুবিধ কারণ সম্বলিত এক অনন্য গ্রন্থ।

ক. কুরআনুল করীম এমন এক গ্রন্থ যাতে অবাস্তব, অপক্বতা ও অপূর্ণঙ্গতার কোন অবকাশ নেই।

খ. এর প্রতিটি বক্তব্য সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যশীল।

গ. এটি জীবন সমস্যার সমাধানে এক উত্তম ব্যবস্থাপত্র এবং ক্ষতিকারক বিষয়কে প্রতিহতকারী।

ঘ. এটি মুখস্থ করন সহজ এবং অনুধাবন করাও সহজ:- "আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।" (সূরা আল ক্বাসার:২২)

ঙ. এটির সংরক্ষণ ব্যবস্থাও বিস্ময়কর:- "নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর:৯)

২. হাদীস ভান্ডার : কুরআনুল করীমের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর আর একটি মু'জিযা তাঁর হাদীস ভান্ডার। একজন নিরক্ষর নবী কেমন করে এরূপ ব্যাপক দিকনির্দেশনা জগতবাসীর সম্মুখে তুলে ধরলেন তা অবশ্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই, যা হাদীসের মধ্যে আলোচিত হয়নি।

৩. চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করন : রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর কাছে মক্কার কাফেররা তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ করেন। কুরআনের ভাষায়-

অর্থ : "চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল ক্বাসাস:১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রজ্জ্বোল রাত্রি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে একখন্ড পূর্বদিকে ও অপরখন্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খন্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল।

হযরত আনাস ইবন মালেক (রা:) বর্ণনা করেন: মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর কাছে নবুওয়াতের কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খন্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। (বুখারী, মুসলিম)

৪. মুশরিকদের নির্যাতনের সময়কার মু'জিযা: হযরত ফাতিমা (রা:) বলেন: কোরাইশ মুশরিকরা

হাতিমে সমবেত হয়ে পরস্পরে বলল, যখন মুহাম্মদ তোমাদের কাছ দিয়ে গমন করে, তখন তোমাদের সকলেই তাঁকে দারুনভাবে প্রহার করবে। হযরত ফাতিমা (রা:) বলেন, আমি এ কথা শুনে আব্বাজানের কাছে এসে বললাম। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে তাদের কাছ দিয়েই মসজিদে এলেন। ওরা তাঁকে দেখিয়ে বলল ঐ মুহাম্মদ! এরপর দৃষ্টি নত করে নিল এবং চিবুক বুকে ঠেকে গেল। ওরা স্বস্থানে এমন হয়ে গেল যেন তাদের ঘাড়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে এক মুষ্ঠি মাটি ওদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন "ধ্বংস হও তোমরা।" এই মাটি যাদের গাঁয়ে লেগেছিল, তারা সকলেই বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৫. ইসরা ও মি'রাজ : মি'রাজ রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর একটি নজিরবিহীন সম্মান ও মর্যাদা এবং বিস্ময়কর ঘটনা যার মধ্যে সে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূরকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং এখান থেকে উর্দ্ধগত পর্যন্ত আপন নির্দেশনাবলি পরিদর্শন করানোর জন্য স্বশরীরে ভ্রমন করিয়েছিলেন।

৬. উসতুয়ানায়ে হান্নানার ক্রন্দন : জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) দাঁড়ালেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হলো, আমরা তখন খুঁটি হতে দশমাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) মিম্বর হতে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখলেন। (বুখারী)

হযরত আব্বাস (রা:)-এর সূত্রে বর্ণিত অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন: "যদি আমি কোলে নিয়ে তাকে আদর না করতাম তা'হলে কিয়ামত পর্যন্ত সে ক্রন্দনরত থাকত।"

৭. খন্দক যুদ্ধে খাদ্য বর্ধিতকরন ঘটনা : হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যকন আমরা পরিখা খনন করছিলাম তখন আমি নবী (সা:)-কে ভীষন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-কে দারুন ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ (এক কেজি ১২ ছটাক) যব বের করে দিলেন। আমার বাড়ীতে একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষল। অবশেষে আমরা হাঁড়িতে গোশত চড়ালাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর নিকট এসে তাঁকে চুপি চুপি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আমাদের ছোট একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করেছি। আর এক সা' যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষেছে। সুতরাং আপনি অল্প কয়েকজনকে সংঙ্গে নিয়ে চলুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা:) উচ্চস্বরে সকলকে ডেকে বললেন- "হে পরিখা খননকারীগণ! এসো, তোমরা তাড়াতাড়ি চলো, জাবীর তোমাদের জন্যে খাবার তৈরী করেছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বললেন: তুমি যাও, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচি নামাবে না এবং খামীর হতে রুটিও তৈরী করবে না। আমি চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাহাবীগণকে নিয়ে উপস্থিত হলে, আমার স্ত্রী আটার খামীর তাঁর সম্মুখে এগিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাতে স্বীয় মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর ডেকচির কাছে অগ্রসর হয়ে তাতেও লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন- রুটি প্রস্তুতকারীকে রুটি বানাতে বল এবং চুলার উপর হতে ডেকচি না নামিয়ে তা হতে সালুন নিয়ে পরিবেশন কর।

হযরত জাবির (রা:) বলেন, উপস্থিত সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে যাওয়ার পরও সালুন ভর্তি ডেকচি ফুটছিল এবং প্রথম অবস্থার ন্যায় আটার খামীর হতে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) থেকে এরূপ অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক কাফির, মুশরিক তাঁর এসব মু'জিযা দেখে মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু হতভাগারা এত নিদর্শন দেখেও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে মুসলিম হতে পারেনি।

**মূসা আ. এর মুজিযা:

মূসা আ. এর অনেকগুলো মুজিযা থেকে ফেরাউনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে দুটি মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো খুব প্রসিদ্ধ। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অন্যটি হলো হাত গলাবদ্ধ কিংবা বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠা।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? তিনি বললেনঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজ ও চলে। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল. আল্লাহ বললেনঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ ছাড়াই। এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। সূরা ত্বহা, আয়াত, ১৭-২৩

**ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মুজিযাঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য মুজিজা সমূহের মধ্য থেকে নমরুদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষেপের পর ৪০দিন পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় থাকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ আগুনকে আল্লাহ তাআলা শীতল করে দিয়েছিলেন। ফলে অগ্নিতে ৪০ দিনের অবস্থান তার জীবনের সুখময় দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
আল্লাহ তায়ালা কোরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৬৯

**ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিযাঃ

তাঁর বিশেষ মুজিযা হল, তিনি মাটির দ্বারা পাখি তৈরি করে ফুৎকার দিলে তা আল্লাহর হুকুমে তা উড়ে যেত। জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত দিলে সুস্থ হয়ে যেত। মৃত ব্যক্তির পাশে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নামে ডাক দিলে তা জীবিত হয়ে যেত। তার মুজিযাগুলো কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেন-

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِىءُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-৪৯

নবী-রাসূলের দায়িত্বঃ

সকল নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া ।আর এই দায়িত্ব প্রত্যেক নবী-রাসূল পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের দাওয়াতী কাজের বিবরণ দিয়েছেন। তারা দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বিবৃত করেছেন। যেমন নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল । সূরা নূহ নামে তার দাওয়াতি ঘটনা সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র রয়েছে। উক্ত সূরার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ- أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তদ শাস্তি আসার আগে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছিঃ

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন; তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

সূরা নূহ, আয়াত ১-১২

তিনি সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতের কাজ করেছেন। এতে খুব অল্পসংখ্যক লোকই তার ওপর ঈমান এনেছে; অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনি অতঃপর তাদের উপর আল্লাহতালার গজব নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ

আর ইতিপূর্বে আমি অবশ্যই নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তাঁর সাম্প্রদায়ের কাছে, তিনি তখন তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বৎসর। তখন মহাপ্লাবন তাদের পাকড়াও করল, যেহেতু তারা ছিল অত্যাচারী। সূরা আনকাবুত, আয়াত, ২৪

সূরা হুদে তার দাওয়াতের মোকাবেলায় উম্মতের হঠকারিতা ও তাদের ধ্বংসের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ- أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ- فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ- قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ- وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ- وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ- وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ- قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ- وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ- وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي

الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ- وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ- فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ- حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ- وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ- قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

অবশ্যই আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল, আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কেন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমারা মনে করি। নূহ (আঃ) বললেন-হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাক, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি ? আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায় কারী হব। তারা বলল-হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না। আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের

জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর নূহ (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেনা এতএব তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে-লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভুপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান। আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বল্লেন আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল।

সূরা হুদ, আয়াত ২৫-৪৩